Daily News Recap

24-02-2021

Country	Stock Exchange Index				GDP (Current Mkt. Price)	Inflation	Interest Rate(%)
	February, 2020	January, 2020	% Change Last month	% Change Last year current month	% change previous year	% change previous year	(10-year Govt. Bond)
Asia Pacific							
Bangladesh (DSEX)	4,480.23	4,469.66	0.24	(21.56)	12.69	2.19	8.47
India (S&P BSE SENSEX)	41,323.00	41,872.70	(1.31)	(0.50)	3.10	7.60	5.80

Recent Market Information

Date	Total Trade	Total Volume	Total Value in Taka (mn)	Total Market Cap. in Taka (mn)	DSEX Index	DSES Index	DS30 Index	DGEN Index
23-02-2021	128275	168633113	7029.337	4766304.712	5564.69695	1246.08783	2109.45284	-

Total Number of Securities in Bangladesh: 404

Information Source: Dhaka Stoke Exchange

Source link: https://dsebd.org/company_listing.php#A

এজিএমের অনুমতি পেয়েছে ফার্স্ট ফিন্যান্স

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ফার্স্ট ফিন্যান্স লিমিটেড ৩১ ডিসেম্বর,২০১৮ সমাপ্ত হিসাব বছরের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) করার অনুমতি পেয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, উচ্চ আদালত কোম্পানিটিকে এজিএমের অনুমতি দিয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে কোম্পানিটি এজিএম অনুষ্ঠান করতে পারবে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে ফার্স্ট ফিন্যান্স কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।

https://www.arthosuchak.com/archives/635908/%e0%a6%8f%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%be/

লিবরা ইনফিউশনের পর্ষদ সভা ৭ মার্চ

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি লিবরা ইনফিউশন লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কোম্পানিটির পর্ষদ সভা আগামী ৭ মার্চ বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, সভায় ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নীরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ আলোচিত প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি। ২০১৯ সালে কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২০ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছে।

https://www.arthosuchak.com/archives/635905/%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a6%ad-11/

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রির চাপে সূচকের পতন

চলতি বছরের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই নিম্নমুখিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে দেশের পুঁজিবাজারে। সূচকের পয়েন্ট হারানোর পাশাপাশি এ সময়ে দৈনিক গড় লেনদেনও ২ হাজার ৩০০ কোটি থেকে নেমে ৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। চলতি সপ্তাহের প্রথম দুই কার্যদিবসেও পতনের ধারায় রয়েছে পুঁজিবাজার। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রির চাপে গতকাল ৬৭ পয়েন্ট হারিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স। অবশ্য এদিন এক্সচেঞ্জটিতে দৈনিক গড় লেনদেন বেড়েছে ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ। দেশের আরেক পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও গতকাল সূচক ও লেনদেনের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, গতকাল লেনদেনের শুরু থেকেই শেয়ার বিক্রির চাপে পয়েন্ট হারাতে থাকে সূচক। স্থানীয় ব্যক্তিশ্রেণীর বড় বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও থেকে গতকাল শেয়ার বিক্রির চাপ দেখা গেছে। গতকাল সূচকের পতনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল বেক্সিমকো লিমিটেডের। কোম্পানিটির শেয়ারের দর পতনের কারণে এদিন ১৭ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট হারিয়েছে সূচক। এছাড়া স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের দর পতনের কারণে ১৩ দশমিক ৪২, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের দর পতনে ১০ দশমিক ৬১, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানির (বিএটিবিসি) দর পতনে ৫ পয়েন্ট এবং ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ারের দর পতনের কারণে ৩ দশমিক ২৯ পয়েন্ট হারিয়েছে সূচক।

গতকাল দিনশেষে ডিএসইএক্স সূচক ৫ হাজার ৩১৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, যা এর আগের কার্যদিবসে ছিল ৫ হাজার ৩৮৫ পয়েন্ট। এদিন ডিএসইর শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস ১৫ দশমিক ৩১ পয়েন্ট কমে দিনশেষে ১ হাজার ২০৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। দিনের ব্যবধানে ডিএসইর ব্লু চিপ সূচক ডিএস-৩০ গতকাল প্রায় ৪০ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের দিন শেষে যা ছিল ২ হাজার ৫৭ পয়েন্টে।

গতকাল এক্সচেঞ্জটিতে মোট ৫৯১ কোটি ৮০ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ হাতবদল হয়, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ৪৬৭ কোটি ১০ লাখ টাকা। এদিন ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৩৯টি কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেট বন্ডের মধ্যে দিন শেষে দর বেড়েছে ৬৬টির, কমেছে ১৫৬টির আর অপরিবর্তিত ছিল ১১৭টি সিকিউরিটিজের বাজারদর।

খাতভিত্তিক লেনদেন চিত্রে দেখা যায়, গতকাল ডিএসইর মোট লেনদেনের ৩৪ শতাংশ দখলে নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বিবিধ খাত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ শতাংশ দখলে ছিল ওষুধ ও রসায়ন খাতের। ৮ শতাংশ করে দখলে নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাত। আর লেনদেনের ৭ শতাংশ দখলে নিয়েছে টেলিযোগাযোগ খাত।

গতকাল ডিএসইতে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ সিকিউরিটিজ ছিল বেক্সিমকো লিমিটেড, বিএটিবিসি, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, রবি আজিয়াটা, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ, সামিট পাওয়ার, গ্রামীণফোন ও লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড। গতকাল এক্সচেঞ্জটিতে দরবৃদ্ধির (সমাপনী দরের ভিত্তিতে) তালিকায় শীর্ষে ছিল জিবিবি পাওয়ার, আমান কটন, মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ, রবি আজিয়াটা, তাওফিকা ফুডস অ্যান্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, ইসলামিক ফাইন্যান্স, মেঘনা পেট্রোলিয়াম, রেকিট বেনকিজার, রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স ও রানার অটোমোবাইলস।

অন্যদিকে গতকাল ডিএসইতে দরপতনে শীর্ষে ছিল এনসিসিবি মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান, বেক্সিমকো লিমিটেড, ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স, শাইনপুকুর সিরামিকস, জেএমআই সিরিঞ্জেস অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইসেস, প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, জিলবাংলা সুগার, ন্যাশনাল হাউজিং, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস।

সিএসইতে গতকাল সিএসসিএক্স সূচক দিনের ব্যবধানে ১১০ পয়েন্ট কমে ৯ হাজার ২৭৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আগের কার্যদিবসে সূচকটির অবস্থান ছিল ৯ হাজার ৩৮৯ পয়েন্টে। সিএসইতে গতকাল লেনদেন হওয়া ১৯৫টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৪৫টির দর বৃদ্ধির বিপরীতে দর হারিয়েছে ৯৯টি আর অপরিবর্তিত ছিল ৫১টির বাজারদর। এদিন সিএসইতে ২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ হাতবদল হয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ৪১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256835/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8

Stocks’ rout continues

Dhaka stocks slumped on Tuesday, extending the losing streak to the fifth session as the current bearish trend made investors very worried.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, lost 1.25 per cent, or 67.5 points, to close at 5,317.71 points on Tuesday. The DSEX lost 127.5 points in the last five sessions.

After a slight hike at the beginning of Tuesday’s session, the key index moved downwards to finish the session deep into the negative zone as investors continued selling shares to avoid further losses, market operators said.

They said that investors were very anxious as the market had been falling sharply for more than one month and there was no sign of recovery.

The investors' activities on the market became slow as many investors declined to sell shares at lower prices while some others found it safe to observe the next movement of the market, they said. The DSEX had closed at 5,909.30 points on January 14, hitting a two-year high. But, the index has lost 591.5 points since then.

Market analysts said that the market movement had been mostly dependent on a very few numbers of companies for around a year. Only five companies accounted for 52.75 per cent of Tuesday's total turnover while BEXIMCO alone logged 31.22 per cent with its shares worth Tk 184 crore being traded on Tuesday.

More and more companies hit their floor prices every day. The BSEC on March 19, 2020 introduced the floor price system to bar companies' share prices from falling below a certain level amid the COVID-19 outbreak.

EBL Securities in its daily market commentary said, 'The equity market of the country has been impeded under selling pressure as the investors' appetite remained subdued amid a bearish sentiment towards the bourse. The confidence crisis is primarily driven by lower turnover.'

As a result, most of the investors preferred to liquidate their portfolios and decided to sit on cash in the absence of any major trigger on the market, it said. Turnover on the DSE increased slightly to Tk 591.81 crore on Tuesday compared with that of Tk 467.08 crore in the previous session.

The recent bear run occurred due to a host of reasons, including the setting of ceiling on margin loan rate, approval of a number of companies' initial public offerings in a short period of time, dependence on a few companies and repeated changes in regulatory policies, market operators said.

The BSEC on January 13 asked the market intermediaries to reduce margin loan interest rate to 12 per cent by January 31. Though the BSEC deferred the deadline to June 30, many market intermediaries continued selling shares to adjust the rate on time and also stopped proving new loans to clients that created some liquidity shortage on the market, market operators said.

Share prices of eGeneration Limited, which made its debut on Tuesday, shot up by the maximum limit allowed on the debut day to close at Tk 15 a share.

Average share prices of miscellaneous, pharmaceutical, non-bank financial institution and bank sectors dropped by 4 per cent, 1.6 per cent, 0.8 per cent and 0.4 per cent respectively.

Of the 339 scrips traded on the DSE on Tuesday, 156 declined, 66 advanced and 117 remained unchanged. DS30, a composition of 30 large capitalised companies, slumped by 1.93 per cent, or 39.83 points, to close at 2,017.53 points on the day. Shariah index DSES also shed 1.64 per cent, or 20.45 points, to settle at 1,222.03 points.

Robi, British American Tobacco, Beximco Pharmaceuticals, LankaBangla Finance, Square Pharmaceuticals, Summit Power, Beacon Pharmaceuticals, GBB Power and Grameenphone were the other turnover leaders on the day.

https://www.newagebd.net/article/130971/stocks-rout-continues

BSEC drafts rules on stocks stabilisation fund

The Bangladesh Securities and Exchange Commission has formulated draft rules on the formation and execution of capital market stabilisation fund.

According to the draft rules published for public opinions, the main objective and purpose of the fund are to stabilise the capital market ensuring liquidity to the market by way of selling and buying of listed securities, lending and borrowing of listed securities for short selling purpose and settlement of investors' claims. A board of governor of 11 members would ensure the purpose.

The fund must be operated by maintaining bank account with any scheduled bank and beneficiary owners account in the name of the Capital Market Stabilisation Fund.

Any amount of cash or stock dividend remained as unpaid or unclaimed or unsettled, including accrued interest income thereon, within three years from the date of declaration or approval must be transferred to the Capital Market Stabilisation Fund of the BSEC, the rules said.

Any cash in the clients' ledger under consolidated customer account and any securities left in the BO account remaining unclaimed for more than three years must also be transferred by the stockbroker and portfolio managers to the fund. The fund may receive any grant or loan from the government or any other organisation for the stabilisation as well as development of the capital market, it said.

Any delay in transferring of such unclaimed dividends by the issuer, stockbroker or portfolio manager must be subject to charge default interest at the rate of 2 per cent per month on the amount of the unclaimed dividend.

The fund could make income from buying and selling of securities and from any investments, from securities lending and borrowing activities and other credit facilities, from interest income on bank deposits, and fees and fine received.

If any shareholder or unit holder claims his/her dividends, within 15 days of receiving such claim, the issuer must recommend with detailed information to the chief of operation of the fund paying off such dividend from the fund, and the CO must address the claims within 15 days of such recommendation.

https://www.newagebd.net/article/130972/bsec-drafts-rules-on-stocks-stabilisation-fund

Stocks open lower amid lackluster trade

Stocks opened marginally lower in early trading on Tuesday as investors continued their sell-offs on sector-wise issues amid persistently lackluster trade. However, debutant eGeneration Ltd, which recently raised Tk 150 million through initial public offering, was frozen at 50 per cent upper circuit on the DSE within a few minutes of trading on the first day.

After the first hour of trading till 11:00 am, only one trade was executed at the halted price as investors unwilling to sell their stakes hoping for a higher price in the future. Its share reached Tk 15, the highest allowable limit on the first day of trading, from its issue price of Tk 10 each, the DSE data shows.

Following the previous four days' downward trend, the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange opened lower with trading activities remaining low. Within the first hour into trade, DSEX fell more than 14 points while the CSE All Share Price Index (CASPI) of port city's bourse lost 65 points at 11:00 when the report was filed. DSEX, the prime index of the DSE, went down by 14.36 points or 0.26 per cent to stand 5,370 points till then. Two other indices also saw negative trend till then. The DS30 index, comprising blue chips fell 12.81 points to reach 2,044 and the Shariah Index (DSES) lost 2.95 points to stand 1,219 points till then.

Turnover, another important indicator of the market, stood at Tk 1.86 billion within the first hour of trading at 11:00 am. Market analysts said the shaky investors continued their sell-offs in major stocks as a lack of positive triggers prevented investors from making fresh investment.

The market remained under pressure in the past few weeks along with sluggish turnover as investors stayed cautious amid ongoing dividend declaration by December-end companies, said a merchant banker. Of the issues traded till then, 104 advanced, 93 declined and 87 remained unchanged. Beximco - the flagship company of Beximco Group- was the most traded stock till then with shares worth Tk 745 million changing hands, followed by BATBC, Robi, LankaBangla, and Beximco Pharma. The port city bourse – the Chittagong Stock Exchange – (CSE) saw negative note with CSE All Share Price Index- CASPI- losing 65 points to stand at 15,499, also at 11:00 am. Of the issues traded till then, 31 gained, 27 declined, and 18 issues remained unchanged with Tk 43 million in turnover.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-open-lower-amid-lackluster-trade-1614058315

DSEX sinks to two-month low

Stocks extended the losing streak on Tuesday, with the core index of the Dhaka Stock Exchange (DSE) dipped to two-month low, as investors stayed cautious amid prolonged bearish trend.

DSEX, the prime index of the DSE, went down further by 67.49 points or 1.25 per cent to settle at 5,317, which is the two months lowest level since December 24, last year. DSEX lost more than 226 points in the past five consecutive sessions. Two other indices also ended lower. The DSE 30

Index comprising blue chips, lost 39.83 points to finish at 2,017 and the DSE Shariah Index (DSES) dropped 15.31 points to close at 1,206.

Turnover, a crucial indicator of the market, stood at Tk 5.91 billion on the country's premier bourse, soaring by 26 per cent over the previous day's seven-month lowest turnover of Tk 4.67 billion. Market analysts said the shaky investors continued their sell-offs in major stocks as a lack of positive triggers prevented investors from making fresh investment.

The market remained under pressure in the past few weeks along with sluggish turnover as investors stayed cautious amid ongoing dividend declaration by December-end companies, said a merchant banker. He noted that pressure on margin loans adjustment to regulatory allowable limit, Bangladesh Bank's circular regarding dividend limit of banks coupled with price fall of large-cap stocks continued to put a negative impact on the market.

Business conglomerate Beximco Group companies continued to face selling pressure as Beximco lost 7.82 per cent, heavyweight drug maker Beximco Pharma 4.48 per cent and Shinepukur Ceramic lost 5.24 per cent. All three featured in the day's top losers list. eGeneration shares were frozen at 50 per cent—the upper limit circuit breaker within a few minutes of transaction-- on its first trading day on Tuesday. Its share closed at Tk 15, the highest allowable limit on the first day of trading, from its issue price of Tk 10 each, the DSE data shows.

Only two trades were executed at the DSE with a total of 201 shares were changed hands at the halted price as its IPO shares winners were unwilling to sell their stakes hoping for higher profit in future. Robi, which saw massive selling pressure in the past few days, rebounded in gaining streak with 3.80 per cent gain. Of the 339 issues traded, 156 declined, 66 advanced and 117 remained unchanged on the DSE trading floor.

Beximco continued to dominate the turnover chart with shares worth over Tk 1.84 billion changing hands followed by BATBC, Beximco Pharma, LankaBangla Finance and Robi. GBB Power was the day's best performer, posting a gain of 5.53 per cent while NCC Bank Mutual Find-1 was the worst loser, losing 10 per cent following its price adjustment after record date.

A total number of 110,508 trades were executed in the day's trading session with a trading volume of 136.77 million shares and mutual fund units. The market-cap of DSE also fell to Tk 4,570 billion on Tuesday, down from Tk 4,600 billion in the previous day.

The Chittagong Stock Exchange (CSE) also kept losing with the CSE All Share Price Index – CASPI –shedding 181 points to settle at 15,383 and the Selective Categories Index – CSCX losing 110 points to close at 9,278.

Of the issues traded, 99 declined, 45 advanced and 51 remained unchanged on the CSE. The port city's bourse traded 5.84 million shares and mutual fund units with turnover value of Tk 265 million.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/dsex-sinks-to-two-month-low-1614076981

আরও ৫ কোম্পানির পর্ষদ ভেঙে দিচ্ছে বিএসইসি

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত আরও পাঁচ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর মধ্যে তিন কোম্পানির পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গড়ার কাজটি প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাকি দুটির বিষয়ে প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিএসইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিএসইসি যে পাঁচটি কোম্পানির বর্তমান পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলো হলো ইউনাইটেড এয়ার, ফ্যামিলিটেক্স, সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল, ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ও এমারেল্ড অয়েল। এ পাঁচ কোম্পানির মধ্যে চারটিরই কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। শুধু ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালসের কার্যক্রমই চালু রয়েছে।

জানতে চাইলে বিএসইসির কমিশনার শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, শেয়ারবাজারের যেসব কোম্পানি ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার কারণে খারাপ অবস্থায় চলে গেছে, সেসব কোম্পানিকে আবার সচল করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে রিংসাইন টেক্সটাইল ও আলহাজ টেক্সটাইলের পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। তার সুফলও মিলতে যাচ্ছে। বন্ধ এ দুটি কোম্পানি চালুর বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান বিএসইসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। রিংসাইন ও আলহাজ টেক্সটাইলের অভিজ্ঞতার আলোকে এখন আরও পাঁচটি কোম্পানির পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গড়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ইউনাইটেড এয়ার

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ইউনাইটেড এয়ারকে আবারও কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনা যায় কি না, তারই অংশ হিসেবে শিগগির কোম্পানিটির পর্ষদ পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এভিয়েশন খাতের বেসরকারি একজন বিশেষজ্ঞকে কোম্পানিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বিএসইসি। দু–এক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রমে না থাকায় ইউনাইটেড এয়ারকে গত মাসে মূল বাজার থেকে ওটিসি (ওভার দ্য কাউন্টার) বাজারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, ইউনাইটেড এয়ারের শেয়ারের সিংহভাগেরই মালিকানা এখন ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারী ও প্রতিষ্ঠানের হাতে। কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে আছে মাত্র আড়াই শতাংশ শেয়ার। অথচ আইন অনুযায়ী, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে সম্মিলিতভাবে সব সময় ওই কোম্পানির ৩০ শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক। আর পরিচালকদের হাতে এককভাবে সব সময় ২ শতাংশ শেয়ার থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা এ আইন লঙ্ঘন করে তাঁদের হাতে থাকা সব শেয়ার গোপনে বাজারে বিক্রি করে দেন। এ কারণে কোম্পানিটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তাসভীরুল আহমেদ চৌধুরীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে বিএসইসি। ২০১০ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ কোম্পানির বর্তমান দেনার পরিমাণ প্রায় হাজার কোটি টাকা।

ফ্যামিলিটেক্স ও সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল

বস্ত্র খাতের চট্টগ্রামভিত্তিক কোম্পানি ফ্যামিলিটেক্স ও সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইলের পর্ষদও পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এ দুটি কোম্পানিরও কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। শেয়ারধারীদেরও কোনো ধরনের লভ্যাংশ দিচ্ছে না। দুটি কোম্পানিই এখন নামসর্বস্ব। এর মধ্যে ফ্যামিলিটেক্সের উদ্যোক্তারা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি বন্ধ রাখলেও তাঁদের মালিকানায় অন্য কোম্পানিগুলো সচল রয়েছে। এমনকি নতুন কোম্পানিও খুলছেন। শুধু শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রেই অনীহা কোম্পানিটির উদ্যোক্তাদের।

জানা গেছে, মূলত শেয়ারবাজার থেকে টাকা তুলে সেই টাকা লুটপাট করে অন্য ব্যবসায় খাটিয়ে লাভবান হয়েছেন ফ্যামিলিটেক্সের উদ্যোক্তারা। যদিও ২০১৮ সালের পর থেকে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দিচ্ছে না। ফ্যামিলিটেক্সের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটির পরিচালনায় চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন মেহরাজ ই মোস্তফা। আর পরিচালক তাঁর স্ত্রী তাবাসসুম করিম। একসময় বিএসএ গ্রুপ নামের চট্টগ্রামকেন্দ্রিক এক পোশাক কারখানার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে কাজ করতেন। চাকরিজীবী থেকে হয়ে যান উদ্যোক্তা। অভিযোগ আছে, বিপুল আর্থিক অনিয়মের কারণেই চাকরিচ্যুত করা হয় মেহরাজ ই মোস্তফাকে। বিএসএ গ্রুপের অনিয়মের অর্থে গড়ে তোলেন ফ্যামিলিটেক্স। পরে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে ২০১৩ সালে কোম্পানিটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। কয়েক বছর না যেতেই প্রতিষ্ঠানটি দুর্বল মানের কোম্পানি হিসেবে ‘জেড’ শ্রেণিভুক্ত হয়।

এদিকে, ২০১৫ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইলের পর্ষদও ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছে বিএসইসি। এর আগে গত জুলাইয়ে কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুখসানা মোর্শেদ, পরিচালক শারমিন আকতার ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালক বাংলাদেশ শু ইন্ডাস্ট্রিজকে ১৪ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল বিএসইসি। আইন লঙ্ঘন করে কোনো ঘোষণা ছাড়া তাঁদের হাতে থাকা বিপুল শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে ১২ কোটি টাকার বেশি মুনাফা করায় এ জরিমানা করা হয়।

সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল আইপিওতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাজারে এসেছিল। ওই সময় তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনও হয়েছিল। কিন্তু সেসবে ‘রা’ করেনি বিএসইসির তৎকালীন কমিশন। যে কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন এম খায়রুল হোসেন, যাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তিনি মানহীন কোম্পানি বাজারে আসার সুযোগ করে দিয়ে বাজারটাকে ডুবিয়েছেন।

এমারেল্ড অয়েল ও ইন্দো-বাংলা

বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে এমারেল্ড অয়েলের নাম জড়িয়ে আছে। ওই কেলেঙ্কারির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরই তুষের তেল বা রাইস ব্র্যান অয়েল প্রস্তুত ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানটিরও আলো ধীরে ধীরে নিভতে থাকে। বর্তমানে কোম্পানিটি নামসর্বস্ব কোম্পানি। ২০১৪ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ কোম্পানি ২১৬ সালের পর থেকে বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি। ২০১৯ সালে বিএসইসি কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালক থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব জব্দ করে। এখন পর্ষদ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বন্ধ কোম্পানিকে সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

২০১৮ সালে তালিকাভুক্ত হওয়া ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস পরিচালনার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার প্রমাণ পেয়েছে বিএসইসি। এ কারণে এ কোম্পানির পর্ষদও পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

https://www.prothomalo.com/business/market/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A7%AB-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF